দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ SEP 12 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হাজী দানেশ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন

ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারবেন না, দাওয়াত দিচ্ছি–আসুন আলোচনা করি ॥ খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী

সাজেদুর রহমান শিলু, দিনাজপুর থেকে ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া কথায় কথায় বলে থাকেন, আমাদের নাকি তাঁরা ধাক্কা দিয়ে ক্ষমতা থেকে ফেলে দেবেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, ধাক্কা দেয়ার ক্ষমতা আপনাদের নেই। ধাক্কার কথা ছেড়ে দিন। ১৯৯৬ সালে জনগণই আপনাদের ধাক্কা দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এসব কথা বাদ দিয়ে সংসদ কিংবা সচিবালয়ে এসে আলোচনায় বসুন। আপনি কেন রোদে পুড়ে কষ্ট করে রাজপথে বসে থেকে সচিবালয় ঘেরাও আন্দোলন করবেন! এর চেয়ে আসুন, আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি। যতক্ষণ ইচ্ছা আলোচনা করুন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বিকালে দিনাজপুরের ঐতিহাসিক গোরাশহীদ ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ধাক্কা দিয়ে ফেলতে

(প্রথম পাতার পর)

ভাষণদানকালে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর আগে বহু ইস্যু নিয়ে মাঠ গরমের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে জনগণের কোন স্বার্থ না থাকায় কেউ এতে অংশ নেয়নি। বিরোধী দলের এত দিনের সরকার পতনের ঘোষণা দিয়ে আন্দোলনের ফলাফল যে কি তা জনগণই জানেন। বরং তাদের এসব আন্দোলন বিভ্রান্তিকর বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ক্ষমতায় থেকে তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শোষণ করেছে, দেশের সম্পদ লুট করেছে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে, এখন ক্ষমতা হারিয়ে সম্পদ লুট করতে পারে না বলেই তারা আজ পাগল হয়ে উঠেছে। ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য তারা আজ সব নীতি বিসর্জন দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ট্রানশিপমেন্ট ইস্যুতে সংসদে আলোচনা স্থগিত রাখার বিষয়ে বলেন, বিরোধী দল যাতে অংশ নিতে পারে সেজন্য তা স্থগিত রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান নৌপথে ভারতকে ট্রানজিট দিয়েছিলেন। ভারতের জাহাজে করে নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল আসছে। এ চুক্তি '৯৫ সালেও বিএনপি নবায়ন করেছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, ট্রানজিট নয় আমরা ট্রানশিপমেন্ট চুক্তি করতে আগ্রহী। এতে করে ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশ করবে না বরং বাংলাদেশের ট্রাকে করেই মালামাল পরিবহন করা হবে।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি এ্যাডভোকেট আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী এএইচকে সাদেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়, সরকারী দলের হুইপ মিজানুর রহমান মানু, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল মান্নান, প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল জলিল, আব্দুর রউফ চৌধুরী প্রমুখ। জনসভায় দিনাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পৌরবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সোনার চাবি উপহার দেন।

এর আগে দুপুর ১টায় প্রধানমন্ত্রী দিনাজপুর শহর থেকে সাত কিলোমিটার উত্তরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী একবিংশ শতাব্দী হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শতাব্দী। এই শতাব্দীর মোকাবিলা করতে বাংলাদেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ৬টির কাজ শুরু করা হবে। এর মধ্যে দিনাজপুরের কৃতী সন্তান তেভাগা আন্দোলনের মহান নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশের নামে দিনাজপুরে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হলো।